ঝিনাইদহে জামায়াত কর্মীকে সৈনিক লীগের আহবায়ক করায় তোলপাড়

ঝিনাইদহে জামায়াত নেতাকে সদর উপজেলা সৈনিক লীগের আহবায়ক করায় তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে সৈনিক লীগসহ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়েছে। চলছে নানা আলোচনা সমালোচনা। বিষয়টি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তদন্তপূর্বক করে কমিটি বাতিলের দাবি জানিয়েছেন জেলা সৈনিক লীগ ও সাধুহাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ। অভিযোগে জানা গেছে, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের বাদপুকুর গ্রামের বদর উদ্দিনের ছেলে ফিরোজ আহমেদ দীর্ঘদিন ধরে জামায়াতের রাজনীতি করে আসছিল। গোপনে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপÍ সভাপতি ও সংরক্ষিত ঢাকা-১ আসনের এমপি শিরিন আহম্মেদের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাকে ভুল বুঝিয়ে নিজে সদর উপজেলা আহবায়ক হয়ে একটি কমিটি করে আনা হয়েছে।

কমিটি করে আনার পর ঝিনাইদহ জজ আদালতের সামনেসহ শহরের বিভিন্নস্থানে বিলবোর্ড টাঙিয়েছে। তার ভাই জাহিদুল ইসলাম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বিস্ফোরক আইনে মামলা হয়। সেটি এখানো চলমান রয়েছে। এ ঘটনায় জেলা সৈনিক লীগের সভাপতি সৈয়দ আল ইমরান ও সাধারন সম্পাদক আব্দুল মান্নান রানা কমিটির বাতিলের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি বরাবর একটি অভিযোগ পাঠিয়েছেন।

সেই অভিযোগে স্থানীয় সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন ও সাধারন সম্পাদক মুন্সি মোঃ শাহিন রেজা সাইদ সুপারিশ করেছেন। এব্যাপারে ঝিনাইদহ সদরের আহবায়ক ফিরোজ আহমেদের সাথে জামায়াত নেতার সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান।

ঝিনাইদহে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে এক কলেজ ছাত্রের মৃত্যু

ঝিনাইদহে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জিহাদ জোয়ার্দ্দার(১৮) নামে এক কলেজ ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। গেল মঙ্গলবার রাতে সদর উপজেলা শহরের ছোট ভাটিয়াগাতী গ্রামে এঘটনা ঘটে। সে ওই গ্রামের ব্যবসায়ী সেলিম জোয়ার্দ্দারের একমাত্র ছেলে ও মোশারফ হোসেন ডিগ্রী কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র।

নিহতের চাচা সবুজ মিয়া জানান, রাত সাড়ে ১১টার দিকে রাতের খাবার খাচ্ছিল জিহাদ। হঠাৎ তার মোবাইলে চার্জ ফুরিয়ে যায়। ওই সময় জিহাদ নিজ ঘরে মোবাইল ফোন চার্জ দিতে যায়। সবার অজান্তে আগে থেকে প্লাগের তার ছিদ্র থাকায় চার্জার ঢুকাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়।

সেসময় স্বজনেরা ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা।

কালীগঞ্জে বেকারী মালিককে জরিমানা

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসন ও র্যাব,৬ এবং ভোক্তা অধিকারের সহযোগীতায় পরিচালিত যৌথ অভিযানে জেলার কালীগঞ্জ শহরের মুসলিম বেকারী থেকে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ও মেয়াদোত্তীর্ণ তৈরী খাবার উদ্ধার করা হয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে

মঙ্গলবার দুপুরে শহরের গোহাটা রোডের মুসলিম বেকারীর ফ্যাক্টরি থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

এ সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জিন্নাতুল ইসলাম পরিচালিত

ভ্রাম্যমান আদালত স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ইউরিয়াসহ অন্যান্য রাসায়নিক দিয়ে খাদ্য সামগ্রী তৈরী করার অপরাধে বেকারীর মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে ৩ মাস কারাদন্ড প্রদান করেন। পরে এগুলো শহরের চিত্রানদীতে ফেলিয়ে দিয়ে ধবংস করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন র্যাব -৬ এর কোম্পানী কমান্ডার মেজর মোহম্মদ শরিফুল ইসলাম, র্যাব ৬’র এ এস আই,তারেক আমান বান্না, ঝিনাইদহ ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল ছাড়াও র্যাবের অন্যন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ- র্যাব-৬ এর কোম্পানী কমান্ডার মেজর মোহম্মদ শরিফুল আহসান জানান, তারা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পান যে, দীর্ঘদিন ধরে কালীগঞ্জের মুসলিম বেকারীতে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পাউরুটি, বিস্কুটসহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী তৈরী করে পাইকারী বিক্রি করা হচ্ছে।

এরপর মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে বেকারীটিতে অভিযান চালিয়ে খাদ্যে ব্যবহৃত ইউরিয়াসহ অন্যন্য রাসায়নিক পদার্থ উদ্ধার করা হয়।

পরে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট জিন্নাতুল ইসলাম পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালতে বেকারীর মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। অনাদয়ে ৩ মাসের কারাদন্ড প্রদান করা হয়। পরে এগুলো জনসম্মুখে চিত্রানদীতে ফেলে নষ্ট করা হয়।

চেতনা নাশক টেবলেট খাওয়ায়ে ২লাখ ৬০হাজার টাকা হাতিয়ে নিল প্রতারক চক্র

বাসের মধ্যে চেতনা নাশক টেবলেট খাওয়ায়ে অজ্ঞান করে ২লাখ ৬০হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে একটি প্রতারক চক্র। শনিবার বিকাল ৪টার দিকে বৃত্তিপাড়া থেকে ঝিনাইদহে আসার পথে খুলনাগামী একটি বাসের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে। বর্তমানে লোকটি ঝিনাইদহের হাসান ক্লিনিকে

চিকিৎসাধীন রয়েছে।
স্বজনদের কাছ থেকে জানা যায়, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ধুপাবিলা গ্রামের পল্লী চিকিৎসক ইসমাইল হোসেন (৬৫) শনিবার সকালে গরু কেনার উদ্দেশ্যে কুষ্টিয়ার বালিয়া পাড়া গরুর হাটে যায়। গরুর দাম সুবিধামত না পেয়ে বেলা তিনটার দিকে হাটের থেকে বাড়ির দিকে রওয়ানা দেয়। বৃত্তিপাড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে ঝিনাইদহে আসার উদ্দ্যেশে খুলনাগামী একটি বাসে উঠে।

বাসে কোন খালি সিট না থাকায় লোকটি প্রথমে দাড়িয়ে ছিল তারপর দুজন ভদ্রবেশী প্রতারক তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং তাদের পাশে বসার সুযোগ করে দেয়। আলাপচারিতার কিছুক্ষন পরে তারা মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। এভাবে শেখপাড়া বাসস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে আলাপ পরিচয়ের একপর্যায়ে তাদের কাছে ভাল গ্যাসের টেবলেট আছে বলে জানান এবং কৌশলে একটা খাওয়ায়ে দেন। এক পর্যায়ে ইসমাইল হোসেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তখন তার কোমরে থাকা ২লাখ ৬০ হাজার টাকার ব্যাগটি নিয়ে প্রতাকর চক্রটি সটকে পড়ে।

তার সাথে আর একজন সঙ্গি ছিল বাসের পিছনের দিকে বসা সে এসব ঘটনার কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। পরে ঝিনাইদহে পৌঁছালে অজ্ঞান অবস্থায় সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঝিনাইদহ শহরের হাসান ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘ ১২ঘন্টা চিকিৎসার পর লোকটির জ্ঞান ফিরেছে এবং আস্তে আস্তে টেবলেট খাওয়ানোর ঘটনা বর্ননা দিতে পারছেন। এব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানায় অজ্ঞাত প্রতারক চক্রদের বিরুদ্ধে একটি মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

মুক্তিবাহিনীর আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পুড়িয়ে দেওয়া সেই বাড়ী

সময় চলে যায়, মানুষ বদলে যায়, কিছু স্মৃতি, কিছু কথা, কিছু ঘটনা ইতিহাস হয়ে রয়ে যায়, কিন্তু সব ঘটনা কি ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়? মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাসে কত ঘটনায় ঘটেছে তার কটায় বা

লেখা আছে। শহরের উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা ছাড়া ইাতহাসে অনেক কিছুই স্থান পায়না। কিন্তু যাদের সামনে ঘটে তারা কখনো ভুলে যেতে পারে না।

ঝিনাইদহের অজ পাড়াগা সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের পাবর্তীপুর গ্রাম। প্রায় ২কি.মি পায়ে হাটা পথ পেরিয়ে হাজী আসকর আলীর বাড়ী, এই বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা বিশ্রাম নিতো সময় কাটাত। একদিন হঠাৎ আষাঢ়ের নির্ঝর দুপুরে (ইংরেজী জুলাই মাস) বাড়িটি ঘিরে ফেলে পাকিস্তানি সেনারা সাথে ছিল এদেশীয় কিছু দোষর আলবদর রাজাকার। তখন সেই বাড়িতে অবস্থান করছিল মুক্তিযুদ্ধির ৮নং সেক্টরের আঞ্চলিক কমান্ডার দুদু মিয়া সরকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবু তাহের, ইলাহী বক্◌্র, মুহাঃ সুলতান আহম্মেদ, সিদ্দিকুর রহমান, তহুরুল ইসলাম, মোঃ সাহেব আলী, মফিজ উদ্দীন ময়ফল, মোঃ সামছুল হক ও বাবুর আলী মন্ডলসহ ১৪/১৫জন মুক্তি বাহীনি। তারা কোন ভাবে টের পেয়ে যায় পাকিস্তানি সেনারা তাদের ঘিরে ফেলেছে, তখন যে যার মতো করে বাড়ি থেকে পালিয়ে বাড়ির পেছনের বিলে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। ভাগ্যের জোরে তারা বেঁচে গেলেও পুড়িয়ে দেওয়া হয় বাড়িটি।

বাড়ি পুড়িয়ে পাকিস্তানিদের সাথে উল্লাস করতে থাকে এদেশের ওই আলবদররা। এমন করে স্মৃতিময় দিন গুলোর কথা বলতে থাকেন মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের। আসকর আলী’র ৩ ছেলের মধ্যে মেজ ছেলে পাকিস্তান আর্মিতে ছিলেন। তিনি ছিলেন সে দেশের কারাগারে বন্ধি। বাকি ২ ছেলে, ছেলের বউ বাঁচ্চদের নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় আসকর আলী আর দীঘদিন তারা বাড়ী ফিরতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধ শেষে আবার বাড়ী ফেরেন তারা। তৎকালীন আঞ্চলিক কমান্ডার বর্তমান অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ দুদু মিয়া সরকার জানান, আমরা প্রতিদিন অপারেশন শেষে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে খাবারের জন্য এবং বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বিলের ধারে নির্জন পল্লীতে হাজী আসকর আলী’র বাড়িতে যেতাম এবং নিরাপদ মনে করে অবস্থান করতাম।

সে দিন ছিল আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি একটি তারিখ স্থানীয় রাজাকার পার্বতিপুর গ্রামের আবু বকর সিদ্দিকি ও ভুটিয়ারগাতির আব্দুল হাকিমসহ আরও দু এক জনের নেতৃত্বে একদল পাকিস্তানি সেনা বাহিনী এই বাড়িটি ঘিরে ফেলে, আমরা তাদের আগমন টের পেরে অস্ত্র পাতি ফেলে বাড়ির পিছনের বিলে ঝাপ দিই। বাড়িতে বাচ্চা এবং মহিলাদের উপর অনেক অত্যাচার নির্যাতন করা হয়েছিল। সে দিন আমরা সবাই যে যার মত জানে বেঁচে গেলেও ওই বাড়িটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এভাবে স্থানীয় বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ইলাহী বক্◌্র, মুহাঃ সুলতান আহম্মেদ, সিদ্দিকুর রহমান তাদের স্মৃতির বর্ননা দেন। হাজী আসকর আলীর পুড়িয়ে দেওয়া সেই বাড়ির কোন স্মৃতিই আজ অবশিষ্ট নেই। স্থানীয় মুক্তযোদ্ধা কমান্ড ও এলাকার মুরব্বীরা হাজী আসকর আলীকে বিশেষ অবদানের জন্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দান এবং স্মৃতিময় সেই বাড়িটি মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রনালয়ের ক্ষতিগ্রস্থ তালিকায় অন্তর্ভূক্ত ও সরকারী ভাবে সংরক্ষনের দাবি জানান।

ঝিনাইদহে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা প্রদান

ঝিনাইদহে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান নূর-উর-রহমানকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। শনিবার সকালে ঝিনাইদহ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যালয়ে এ সংবর্ধনা প্রদাণ করা হয়।

এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সংবর্ধিত অতিথি নূর-উর-রহমান ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ ইউনিট এর সভাপতি কনক কান্তি দাস, সাধারণ সম্পাদক জে এম রশীদুল আলম, সহ-সভাপতি মাহমুদুল ইসলাম ফোটন, নির্বাহী সদস্য এনামুল হক এনাম, মোবাশ্বের হোসেন পল্টু, রোকনুজ্জামান প্রমুখ।

আলোচনা সভার শুরুতে নূর-উর-রহমানকে ঝিনাইদহ ইউনিট’র পক্ষ থেকে ফুল ও ক্রেস্ট নিয়ে সংবর্ধনা প্রদাণ করা হয়।

ঝিনাইদহে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ২৯১ তম আবির্ভাব দিবস উদযাপন

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ২৯১ তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার, সকাল ১১ টার দিকে ঝিনাইদহে সদর উপজেলা পুরাতন হাটখোলা কেন্দ্রীয় লোকনাথ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় আবির্ভাব উৎসব। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে সমাগম ঘটে হাজার হাজার ভক্ত। কোলাহলে মুখরিত হবে আশ্রম চত্বর

আশ্রম কমিটির সভাপতি, রনি সাহা, ও সাধারণ সম্পাদক, দেবু দত্ত জানান, শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ১২৩তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে শনিবার আশ্রমে প্রভাত কীর্তন, গীতাপাঠ, বাল্যভোগ, জীবনবৃত্তান্ত পাঠ, রাজভোগ, প্রসাদ বিতরণ, আরতী কীর্তনসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি জানান এছাড়াও বছরের প্রতিটি দিনই ভক্তরা নানা মনোবাসনা নিয়ে আশ্রমে ছুটে আসেন। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের (১৮৯০ খ্রি.) ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ ১৬০ বছরে মহাপ্রয়াণে যাবার আগে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী সকলকে বলেন, “আমি নেই এ কথা তোমরা কখনো মনে করবে না। আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকবো।

শুধু সুখের সময় নয়, রণে-বনে, জলে-জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে আমাকে স্মরণ করিও আমিই রক্ষা করিব’- লোকনাথ ব্রহ্মচারীর এই বাণীই ভক্তদের কাছে অভয়মন্ত্র আজও।

আগুনে সর্বস্ব হারানো পরিবারের পাশে কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে আগুনে সর্বস্ব হারানো পরিবারকে আর্থিক

সহযোগিতা করেছে ফেসবুক ভিত্তিক কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপ। শুক্রবার সকাল ১১ টায় উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামে ক্ষতিগ্রস্থ আব্বাস আলীর বাড়িতে এ সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এ সময় আব্বাস আলীর স্ত্রী লাকি খাতুনের কাছে ৫০ হাজার টাকা, এক বান টিন প্রদান করা হয়।

সহযোগিতা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ থানার ওসি মুহা: মাহাফুজুর রহমান মিয়া, কালীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি জামির হোসেন, ইউপি চেয়ারম্যান ইলিয়াস রহমান মিঠু, কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশন মাস্টার শেখ মামুনুর রশিদ, মাইটিভির জেলা প্রতিনিধি মিঠু মালিথা, গ্রুপের এ্যাডমিন শাহরিয়ার আলম সোহাগ, খাইরুল কবির খান সাগর, সাংবাদিক মিশন আলী, তৌহিদুল ইসলাম, শোয়াইব উদ্দিন ও রিওন হোসেন।

জানা যায়, গত ১৩ আগস্ট বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনে ঘরের সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায় আব্বাস আলীর। নিজেদের পরনের কাপড় ছাড়া কিছুই ছিল না। সহযোগিতার হাত বাড়ান বিত্তবানদের কাছে। এ নিয়ে গত ১৪ আগস্ট কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপ অসহায় আব্বাস আলীকে নিয়ে ফান্ড সংগ্রহ করেন। গ্রুপটির দেশ-বিদেশের সদস্যদের পাঠানো ৫০ হাজার টাকা জমা হয়।

অসহায় আব্বাস আলীর স্ত্রী লাকি খাতুন বলেন, ঘরের কিছুই নেই। সব পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। এই টাকা দিয়ে একটা মাথা গোঁজার ঠাই বানাতে পারবো। কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপ পাশে না দাঁড়ালে এটি সম্ভব হতো না।

কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপের এ্যাডমিন শাহরিয়ার আলম সোহাগ জানান, ৫২ হাজার সদস্যের গ্রুপটি কালীগঞ্জে মানবিক ও সামাজিক কাজ করে মানুষের মন জয় করেছে। ভবিষ্যতে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করতে চাই।

কোটচাঁদপুরে গৃহবধূর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদে সংঘর্ষ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পল্লিতে এক গৃহবধূর বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটানোর প্রতিবাদে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এঘটনায় ৩ জন আহত হয়েছে। গত বুধবার উপজেলার হরিনদিয়া গ্রামে এঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের ঘটনায় বৃহস্পতিবার কোটচাঁদপুর মডেল থানায় পাল্টাপাল্টি মামলা করেছে উভয়পক্ষ।

পরে পুলিশ দুই জনকে আটক করে জেল হাজতে পাঠিয়েছে। পুলিশ জানায়, গত বুধবার উপজেলার হরিনদিয়া গ্রামের প্রবাসী মকুর আলীর স্ত্রীর সঙ্গে একই এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে সলেমানের অবৈধ সর্ম্পক আছে বলে অভিযোগ তুলে একই গ্রামের বদর উদ্দিনের ছেলে দুখু মোল্লা (৩৬)। বিষয়টি জানতে পেরে সলেমান স্থানীয় বাজারে দুখুর নিকট ঘটনার বিষয়ে জানতে চায়। এসময় দুখুর সঙ্গে সলেমানের বাক-বিতন্ডা হয়। এতে সলেমান দুখুকে চড়-থাপ্পড় মারে। খবর পেয়ে দুখুর পরিবারের লোকজন সলেমানের বাড়িতে যায়। এসময় আবারো তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে প্রতিবেশী সহ তিন জন আহত হয়।

এঘটনায় গুরতর আহত সলেমানকে উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার দিন সন্ধায় সলেমানের পিতা আব্দুস সালাম বাদী হয়ে কোটচাঁদপুর মডেল থানায় ৩ জনের নাম উল্ল্যেখ পূর্বক একটি মামলা দায়ের করেন। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে হরিনদিয়া গ্রামের করম আলী সরদারের ছেলে আমিরুল ইসলাম ও একই এলাকার বদর উদ্দিনের ছেলে দুখু মোল্লা (৩৬ কে আটক করে। অপর আসামী তোফাজ্জেল হোসেনের ছেলে রাইদুল ইসলাম পলাতক রয়েছে।

কোটচাঁদপুর মডেল থানার ওসি (তদন্ত) ইমরান আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মারামারির ঘটনায় উভয় পক্ষ থেকে আলাদা মামলা হয়েছে। ইতোমধ্যে দুইজন কে আটক করা হয়েছে। এঘটনায় সঠিক তদন্ত পূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

কালীগঞ্জে মাদক সহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ফেনসিডিল ও গাজা সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে কালীগঞ্জ থানা পুলিশ। এসময় তাদের কাছ থেকে ৬২০ গ্রাম গাজা ও ২০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কালীগঞ্জ পৌরসভার ইশ্বরবা গ্রাম থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই জাকারিয়া হোসেন, এস আই আলআমিন সহ সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান চালিয়ে মাদক ব্যবসায়ীদের আটক করেন।

আটককৃতরা হলেন- চৌগাছা উপজেলার কয়েরপাড়া গ্রামের মৃত শহিদুল ইসলামের ছেলে আসাদুল ইসলাম (২৮) ও মহেশপুর উপজেলার পুড়োপাড়া গ্রামের আমিনুর রহমানের ছেলে আলমগীর হোসেন (৩৩)।

কালীগঞ্জ থানার ওসি মুহা: মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, ফেন্সিডিল ও গাজা সহ দুই জনকে আটক করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় মাদক আইনে মামলা হয়েছে।